টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৬ ইং 2nd. July 1969 | ৭ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম

পণ্ডিত-প্রেস রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের মনের মত ভাল বই সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ ভাবী শিক্ষাকাল— ভাবী শিক্ষা কাল ॥

—০—

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সারা ভারতে একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কালকে আরও এক বৎসর বাড়াইবার কথা ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তের কথা শোনা যায় নাই। ইহার পশ্চাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নীরব অসমর্থন বা অনাগ্রহ ছিল কিনা কে বলিতে পারে? তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার অনুকূলে।

প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে আমরা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর নানা সমালোচনা করিয়াছি। ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কেরাণীকুল সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত; ইহাতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন বুদ্ধির বিকাশকে ব্যাহত করিয়া একটি পঙ্গু তোতা গড়িয়া তুলিবার বন্দোবস্ত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শিক্ষার সংস্কারসাধনে আমরা মন দিয়াছি। তাই দশ বৎসরের বিদ্যালয় শিক্ষাকে এগারো বৎসরের করা হইয়াছে। বড় বড় বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৃহদায়তন গবেষণাগার শোভাবর্দ্ধক হইয়া রহিয়াছে। উপযুক্ত পরিচালক ও পরিচালনার অভাবে ইহাদের অবস্থার দৈন্য চোখে পড়িতেছে। শিক্ষাব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু ধারা প্রবর্তনে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নাই। তাই আবার মাথায় নূতন ভূত চাপিয়া বসিয়াছে যে, বিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষাকে বারো বৎসরের করিতে হইবে।

রাজ্য-শিক্ষামন্ত্রীর মতে ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর এক নূতন বিদ্যালয় হইবে। ইহার নাম দেওয়া হইবে কেন্দ্রীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচিতি বহন করিবে। ১০ম শ্রেণীর ও ১২শ শ্রেণীর পাঠ অন্তে দুইবার পরীক্ষা দিতে হইবে। ক্যর্থতঃ পশ্চিমবঙ্গে ১০ম শ্রেণীযুক্ত, ১১শ শ্রেণীর এবং ১২শ শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু হইবে। ১০ম শ্রেণীর ও একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের গোলমাল এ পর্যন্ত মিটে নাই। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু হইলে ডামাডোলের ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বাড়িবে মাত্র। দেখা যাইতেছে সেই অতীত আবার ফিরিয়া আসিবে। ১০ বৎসরের বিদ্যালয় শিক্ষার পর দুই বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স (যাহা অচিরেই ১১শ ১২শ শ্রেণীর শিক্ষা হইবে) এবং ইহার পর আগের দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্সের পরিবর্তে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স পড়িতে হইবে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল একবারও কেল না করিয়া একজন শিক্ষার্থী ১৯ বৎসর বয়সে শেষ করিবে। অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও সরকার—ইহাদের উপর আরও এক বৎসরের চাপ পড়িবে।

কংগ্রেসী শাসনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া নানা বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'শিক্ষা বাঁচাও', 'শিক্ষার স্বার্থ—দেশের স্বার্থ' প্রভৃতি বহু শ্লোগান আমরা শুনিয়াছি। জনসভায়, পথসভায় কতই চীৎকার আকাশ ফাটাইতেছিল যে, কংগ্রেসী শাসনের শিক্ষাব্যবস্থা রাজ্যের আমলাদের স্বকপোল-প্রসূত, দেশের শিক্ষাব্রতীদের মতামত নিরপেক্ষ ইত্যাদি। আজ নূতন করিয়া ১২ বৎসরের বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারও কি সেইরূপ হইতে যাইতেছে না? যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতাসীন হইলে (২য় দফায়) শিক্ষামন্ত্রীর শপথগ্রহণে অনেকেই তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি অন্ততঃ একটা সুন্দর ও সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষালাভ করিবে—এইরূপ একটা ভাবী পরিতৃপ্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে দেখা যাইতেছে যে, নূতন শিক্ষাধারার প্রবর্তনে সেই পুরাতন নীতি অনুসৃত হইতেছে; অর্থাৎ দেশের শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাব্রতীদের মতামত যাচাই করা হইল না; এমন কি শিক্ষার নবরূপায়ণে একটা সরকারী আদেশ জারী হইতে পারে মাত্র। আইন সভায় আলোচনা তথা বিল পাশ করারও কোন সুযোগ বোধ হয় দেওয়া হইবে না।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ঝানু সংগ্রামী নেতা। তাঁহার পরিচালনায় এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতে পারে। কিন্তু তাহা সর্বজনহিতকর হোক—এই কামনা করি।

মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলন

বিগত ১৬ই এবং ১৭ই জুন কাঁঠালিয়া গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। জেলার একটি অঞ্চলের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা তাঁহাদের অঞ্চলের কৃষকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সভার সভাপতি সেচমন্ত্রী কমরেড বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক কমরেড অনন্ত মাঝি এবং ক্ষেত-মজুর সমিতির সম্পাদক কমরেড ভুজেন ব্যানার্জী যোগদান করেন।

প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে—এমন

প্রশ্নোনপঞ্চাশৎ

রচনা—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত—দা'ঠাকুর

৪৪। এ টাকাটা চলবে না?
—এটা কাটা চলবে না।

৪৫। পা কি স্থানে যেতে ভয় করে?
—পাকিস্থানে যেতে ভয় করে।

৪৬। জাল ফেলেছে কে মাছ ধরবে?
—জাল ফেলে ছেকে (ছেঁকে) মাছ ধরবে।

৪৭। সর কার বাড়ীতে পাওয়া যাবে?
—সরকার বাড়ীতে পাওয়া যাবে।

৪৮। বাদলে চলিতে পথে কর কার ভয়?
—বাদলে চলিতে পথে করকার ভয়।

৪৯। এক শিশি সুমিষ্ট বটিকা কে খেয়ে ফেলেছে?
—এক শিশি সুমিষ্ট বটি কাকে খেয়ে ফেলেছে।

অরঙ্গাবাদে
অসামরিক প্রতিরক্ষা শিক্ষণ শিবির

দশ দিন ব্যাপী অসামরিক প্রতিরক্ষা শিক্ষণ শিবির জঙ্গিপুর মহকুমার অরঙ্গাবাদ কলেজে গত ২০শে জুন সুরু হয়েছিলো ও গত ২৯শে জুন সেই শিবিরের সমাপ্তি হয়েছে। মহকুমার সীমান্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষক, গ্রাম-সেবক, তহশীলদার ও ছাত্র মিলিয়ে ৪৬ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিবিরটি উদ্বোধন করেছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার শ্রীপ্রভাতকুমার নিয়োগী মহাশয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য গত ২০শে জুন অসামরিক প্রতিরক্ষা উপরে ছায়াচিত্রের আয়োজন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীপ্রশান্ত ধর মহাশয়।

সমাপ্তি দিবসে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান কালে অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা শ্রীসুজিতশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিত-রঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয়দ্বয় উভয়েই অসামরিক প্রতি-রক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করে বলেন যে দেশের বিপদকালীন অবস্থায় শিক্ষার্থীরাই হবেন রক্ষাকারী ও প্রহরী।

শিবিরটি পরিচালনা করেন শ্রী আর, জি, সওদাগর ও শ্রী এ, সিংহ, ষ্টাফ অফিসার, মুর্শিদাবাদ জেলা।

তথ্য-সংস্থা, জঙ্গিপুর

বজ্রপাতে ৩ ব্যক্তি ও ১১টি গরুর মৃত্যু
১২ জন আহত

গত ১লা জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১-৩৫ মিনিটের সময় বেলডাঙ্গা গো-মহিষের হাটে অকস্মাৎ বজ্র-পাতের ফলে ৩ ব্যক্তি ও ১১টি গরু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ১২ জনকে আহত অবস্থায় স্থানীয় স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়। তাদের আঘাত গুরুতর। দেহের অনেক অংশ ঝলসিয়ে যায়।

বজ্রপাতের এই নিদারুণ দুঃসংবাদ ক্ষণেকের মধ্যে সারা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। আশে-পাশের গ্রাম হ'তে বহুলোক ছুটে আসে হাট অভিমুখে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে
অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ

যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কার্য্যসূচির ১০নং দফার (গ) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার 'অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা বেতনবিহীন' করবেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, এই কর্মসূচিটি ১৯৭০ সালের মধ্যে কার্য্যকরী করা হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন পুরুলিয়া জেলায় করা হবে বলে ইতিমধ্যেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার পর তিন দিন পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথমেই যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল সরকার উদ্যোগে গঠিত কলেজসহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বে-সরকারী ও অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষকদের বেতন-ক্রমের একটি সমাহার স্থাপন ৩০০ থেকে ৮০০ টাকা। এটা কার্য্যকরী করা হয়েছে গত ১লা এপ্রিল (১৯৬৯) থেকে।

শিক্ষকদের জন্য বেতনক্রমের সমাহার স্থাপন ছিল পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বহুদিনের দাবি এবং এই দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা পরীক্ষা বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত নিয়ে-ছিলেন। তাঁদের দাবি যুক্তফ্রন্ট সরকার মেনে নেওয়ার ফলে তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন। দশ থেকে পনের হাজার ছাত্রের যাতে স্থান সঙ্কুলান হয়, সে উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে গঠিত কলেজগুলিতে সকাল এবং সন্ধ্যা এই দুইটি শিফটেও কাজ চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পঃ বঃ প্রেস নোট

দুবরাজপুরের নিকট মালগাড়ী লুঠ

গত ২৯শে জুন দুপুরে দুবরাজপুর—চিনপাই রেল ষ্টেশনের মধ্যে মাজুরিয়া জঙ্গলের কাছে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ৫০১নং আপ মাল ট্রেণটিকে থামিয়ে লুঠতরাজ চালায়। স্থানীয় পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে পাঁচটি বারুদের বাক্স নিয়ে পালাবার সময় দু'জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনেন এবং সিউড়ীতে চালান দেন। বাকী আরো কয়েকজন জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে অণ্ডাল—সাইথিয়া লাইনে একদল দুর্বৃত্ত বে-পরোভাবে মালগাড়ী লুঠের কাজ চালিয়ে আসছে এবং দারুণ সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলেছে। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় আজও পর্য্যন্ত এর কোন প্রতিকার হয়নি এবং মালগাড়ীতে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি।

ফরাক্কায় জমি বিলি

গত ২৬শে জুন ফরাক্কায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে দেড় সহস্রাধিক কৃষকের এক জঙ্গীমিছিল বিভিন্ন শ্লোগান সহ জোত-দারের বন্দুকের গুলীর হুমকি উপেক্ষা করে বেনিয়া-গ্রাম হতে প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করে তালিপুরে পৌছায়। সেখানে ৪২ বিঘা ভেষ্ট জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি হয়।

মাদলবাদ্য সহকারে প্রচুর সাঁওতাল কৃষক মিছিলে যোগ দেয়। সম্প্রতি ফরাক্কার কয়েকজন জোতদার কৃষকদের মধ্যে বন্দুকের গুলীর ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইছে। এ সম্বন্ধে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে থানায় রিপোর্ট করে কয়েকজন জোতদারের বন্দুক জমা রাখার দাবী করা হয়েছে।

শুভ উদ্বোধন

গত ২৫শে জুন বিকাল ৫-৩০ মিঃ সময় বহরমপুর জাতীয় সড়কের উপর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্য্যটক বিভাগের দশম টুরিষ্ট লজের শুভ উদ্বোধন সাড়ম্বরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে রাজ্য বিধান-সভার অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হয়। এতদিন পর এই ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ জেলায় ও উত্তরবঙ্গ পরিদর্শন ভ্রমণ বিলাসী ব্যক্তিগণের বহু প্রতীক্ষিত একটি অভাব পূর্ণ হইল।

সভার প্রথমে পর্যটন মন্ত্রী শ্রীবরদা মুকুটমণি একটি মনোরম বক্তৃতা দিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ মহাশয় এই ট্যুরিষ্ট লজ সম্বন্ধে একটি মনোরম বক্তৃতা দিয়া ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। পরে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় গুপ্ত মহাশয়ের ধন্যবাদান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

ডবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৩৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেন্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।